ক্লাস2anteen

এমন কী কী জিনিস, যেগুলি ছাড়া বাঙালি এক্কেরে ‘অ-বাঙালি’। দেখে নাও চেকলিস্ট। মেপে নাও নিজেকে। লিস্টিতে অন্তরা মুখুজ্জে, আর পি পাহাড়ি

ভাবাই যায় না!

ফ্যাশন

এখন থেকে ছেলেরাও পরবে স্কার্ট!

শুধু ছাত্রীরা নয়, এখন থেকে ছেলেরাও চাইলে স্কার্ট পরতে পারবে। এমনটাই জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের আপিনঘ্যাম স্কুল কর্তৃপক্ষ।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক রিচার্ড মেলোনি জানান, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা ফেরাতেই এই ব্যবস্থা আনা হয়েছে। কেউ যদি অন্য লিঙ্গের মতো আচরণ করতে চায়, তাহলে তাঁকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হবে।

ওই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ব্রিটিশ টেলিভিশন ডিরেক্টর ক্রিশ্চিয়ান জেসেন জানান, তাঁদের সময়ে স্কার্ট পরার সুযোগ ছিল না। যদি সুযোগ থাকত তাহলে তিনি স্কার্ট পরেই আসতেন।

১৯৮৪ সাল থেকে ব্রিটেনের বিভিন্ন স্কুলে লিঙ্গভেদে পোশাক পরার রীতি চালু রয়েছে। এখন সেই রীতি ভেঙে দিল আপিনঘ্যাম স্কুল কর্তৃপক্ষ।

তবে লিঙ্গভেদ দূর করার জন্য এই রীতি যে যথেষ্ট অভিনব তা মানছেন অনেকে। ছেলেরা স্কুলে স্কার্ট পরবে, এই খবর যুক্তরাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে।

কোথায় আছে, ‘ইউ ক্যান টেক বেঙ্গলি আউট অফ বেঙ্গল, বাট ইউ ক্যান নট টেক বেঙ্গলিনেস আউট অফ দ্য বেঙ্গলি।’ এক্কেরে খাঁটি কথা। কিন্তু বাঙালির বাঙালিয়ানা বোঝে কার সাধ্য। অন্য প্রদেশের লোকে ভাবে বাঙালি মানেই রসগোল্লা আর রবীন্দ্রনাথ।

মানছি রসগোল্লা বা রবীন্দ্রনাথ বাঙালির পরিচয়, তবে এত কমে বাঙালির হয় না। তাই বাঙালির বাঙালিয়ানার ট্রেডমার্কও নেহাত কম নয়। তাই যারা বাঙালিকে হাতে গোনা তিন-চার পরিচয়ে বেঁধে রাখতে চায়, তাদের জন্য বলে রাখা ভালো কোন কোন জিনিস বাঙালির ট্রেডমার্ক তা লিখতে বসলে একটা উপন্যাস হয়ে যাবে। তবুও কয়েকটি জিনিসের উল্লেখ করছি, যেগুলো ছাড়া বাঙালি এক্কেরে ‘অ-বাঙালি’।

হনুমান টুপি

শীতকাল মানেই হনুমান টুপি মাস্ট। নয়তো ঠান্ডা লেগে যাবে। গায়ে হাতকাটা সোয়েটার থাকলেও মাথায় মাফলার বা মাঙ্কি ক্যাপ কিন্তু থাকতেই হবে। তা নইলে মাম্মি বকে বকে বক্তিয়ার খিলজি বনে যাবে।

মেরি বিস্কুট

মেরি বিস্কুট আর চা সহযোগে আড্ডা রক হোক বা বসার ঘর আড্ডা কিন্তু চা আর মেরি বিস্কুট ছাড়া হবে না। রকে বসলে চা কিন্তু ভাঁড়ে নেই। আড্ডার বিষয়বস্তু হতে পারে ভাঁড়ার ঘর থেকে হোয়াইট হাউস, কিংবা পাড়ার নবীনদা থেকে শেক্সপিয়ার, মুড়ি থেকে মুড়িঘণ্ট, রাজনীতি থেকে লিটারেচার... যা ইচ্ছে আলোচনা হতে পারে, কারণ টারণ খুঁজতে যাওয়া চলবে না।

জন্মদিনে পায়েস

কেক-টেক তো আছেই। এবং এসব তো বিলিতি কায়দা। বাঙালি মানে জন্মদিন পালন মায়ের হাতের রাঁধা পায়েসে।

ঝর্না ঘি

সাদা ভাতে, গরম ডালে, ঝোলে, ঝালে, অম্বলে ঘি মানেই একমাত্র ঝর্না ঘি। অন্য কোনো ঘি হলে চলবে না।

বই বই হই চই

বাঙালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্র রচনাবলী হোক বা শরৎ সমগ্র কিংবা শরদিন্দুর ছোটোগল্প, বাঙালি বাড়িতে কোনো না কোনো বাংলা বইয়ের কালেকশন তো ঠিক পাওয়াই যাবে।

সস্সের তেল

সরষের তেলে রান্না ছাড়া খাবারের আবার স্বাদ আসে নাকি! দরকার মাছের উপর, পোস্তর উপর কাঁচা তেল ছড়িয়ে দেওয়া হোক। চোখ-নাক ঝাঁঝ সামলাক আর মুখ স্বাদ নিক। উফ্ফ্ সস্সের তেল...

জিভে জল

শুধু বাঙালি রসনা দিয়েই একটি মারকাটারি ফিচার লেখা হয়ে যেতে পারে। বাঙালি মানে ইলিশ মাছ, চিংড়ি মাছ, কষা মাংস, মুড়িঘণ্ট, কচুর তরকারি, মোচার ঘণ্ট, পোস্ত, তেলেভাজা, ফুচকা, আম, মিষ্টি দই, রসগোল্লা... আর কত বলব! আরগুলো তোমরাই খুঁজে বের করো।

পিএনপিসি

পরনিন্দা পরচর্চা বিষয়টি বাঙালির এক অভূতপূর্ব আবিষ্কার। মনের দুঃখ কষ্ট ঘোচে, বিনোদনের জন্য অন্য কিছুর দরকার নেই। ফলে পয়সাও বাঁচে অনেকটাই। তবে ভুল ধারণায় থেকো না যে এই বিশেষ কাজটি ওনলি লেডিজ স্পেশাল! মেলরাও এই প্রতিভায় ওস্তাদ।

ভেতো বাঙালি

কথাতেই আছে, ভেতো বাঙালি। ভাত ছাড়া বাঙালির চলে না। খিদের মুখে সামনে চিকেন সিজলার বা ফিস স্টেকের মতো মুখে জল আনা খাবার দিয়ে দ্যাখো... উল্টোদিক থেকে প্রশ্ন আসবে, ‘ভাত নেই বুঝি?’ যতই কাবাব দাও আর রেজালা...সব শেষে প্রশ্ন করবেই ভাত আছে তো? বাঙালি মানেই মাছে ভাতে।

ছাতার মাথা

বৃষ্টি হোক বা না হোক, হাতে কালো লম্বা ছাতা বাঙালিদের ট্রেডমার্ক। বাড়ি থেকে বেরোলে মা বলবেই বলবে, ‘একটা ছাতা নিলি না!’

হারমোনিয়াম

পড়ানেখা করা বাঙালি বাড়ি, অথচ একখান হাম্মোনিয়াম নেই, এমনটা দেখা যায় না। হারমোনিয়াম নিয়ে বচ্ছরকয়েক প্যাঁ-পোঁ করে ‘মায়ের পায়ে জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন’ গেয়ে ওঠাটা নস্যি ব্যাপার।

জেলুসিল

খেতে যেমন ভালোবাসে বাঙালি, তেমন অম্বলের জ্বালাতেই মরলুম আমরা। তাই তো চিরসঙ্গী জেলুসিল। চোঁয়া চোঁয়া ঢেঁকুর! ব্যাস অম্বল আবার কী...

গোগ্রাসে গেলার ঠিক পরের স্টেপ অম্বল আর যাকে একটু ভালোভাবে বললে অ্যাসিডিটি। বাঙালির অম্বল হবে আর সে ওই গোলাপি লজেন্সটা খাবে না তা কী করে হয়? গোলাপি লজেন্সটা হল জেলুসিল। গ্যাস অম্বল ছাড়া বাঙালি দেখতে পাওয়া বিরল...

মশারি টশারি

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ছাতার মতো বাঙালির মশারিই ভরসা। না-না, শরৎ-হেমন্ত-বসন্তেও বাঙালি মশারি দিয়ে মশা গলতে দিতে নারাজ।

সুঁটকি মাছ

বাঙালি যদি হয় বাঙাল তবে তো গল্পই আলাদা। বিটকেল গন্ধ ছাড়ছে মানেই ধরে নেওয়া নিশ্চয়ই পাশের বাড়িতে সুঁটকি রান্না চলছে। গন্ধওলা সুঁটকি মাছই কষিয়ে রসিয়ে গরমাগরম ভাতের সঙ্গে চটপটা বানিয়ে দিলে বাঙালি আঙুল চেটে খাবে।

বোরোলীন

বাজারে কত ক্রিম এল-গেল, কিন্তু বাঙালির দয়ায় বোরোলীনের বাজারে কেউ টলাতে পারল না।

টিং টিং... অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম বোরোলীন। মাঠে-ঘাটে কেটে গেলে পড়ে গেলে ছুলে গেলে বাঙালি বোরোলীনের খোঁজ করবে না অথবা বাড়িতে বোরোলীন থাকবে না, এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। একটুখানি কাটল কি কাটল না, সবুজ প্যাকেটের উঁকি আর তাতে সাদা দিয়ে লেখা ‘বোরোলীন’।

চপ-মুড়ি

এরা আবার একে অপরের বেস্টি। একটাকে ছাড়া একটা খাওয়া প্রায় অসম্ভব। ঠিক যেমন নুন ছাড়া পান্তা খেতে লাগবে তেমনই চপ ছাড়া মুড়ি। তেলেভাজা খাওয়াতে বাঙালির জুড়িমেলা ভার।

সরষে ইলিশ

খোকা হোক বা বুড়ো। যারা ভাতে মাছে বাঙালি তাদের ইলিশের গন্ধেই পেট ভরে যায়। আর তা যদি সরষে ইলিশ হয় তবে তো জমে যাবে। ভাপা ইলিশ থেকে শুরু করে ইলিশের তেল বা বড়া সবকিছুর সঙ্গে সরষের ইলিশ আর তার উপর দিয়ে সরষের তেল ছড়িয়ে দিলে জাস্ট ফাটাফাটি। ভাবলেই জিভে জল!

আমবাঙালির আম

আমবাঙালি ফলের রাজাকে পেলে এই গরমে আর কিছুই চাইবে না। তা আমপোড়া সরবত থেকে শুরু করে আম পান্না বা পিস পিস করা আমের টুকরো। ব্যাপারটা অনেকটা, যত চুষবে তত রস টাইপের। তা বোম্বাই বা হিমসাগর যাই হোক!

মিষ্টি

অনুষ্ঠান বাড়ি থেকে শুরু করে যে কোনো জায়গায় এমনকি রাতে খাবার পরেও শেষ পাতে বাঙালির মিষ্টি চাই-ই চাই। শুভ কাজও মিষ্টি মুখ ছাড়া অচল।

উত্তম-সুচিত্রা

যতই তুমি এ যুগের হও না কেন, যতই তুমি সিলভেস্টার স্ট্যালোন মার্কা মুভি দেখতে হ্যাবিচুয়েটেট হও না কেন, উত্তম-সুচিত্রা নিয়ে একবার তোমার মা-বাবা, কাকু-কাকিমার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখো, কেমন তাঁরা উতো-সুতেই ফিদা হয়ে আছেন এখনও! পুরো নস্ট্যালজিক। একটু বেগড়-বাই কথা বললেই কাঁইকিচির শুরু হয়ে যাবে।

গ্রুফি লে লে

কাবেরী থোকদার, একাদশ শ্রেণি, মার্গারেট এস এন ইংলিশ স্কুল

অয়ন খান, প্রথম বর্ষ, পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সন্নিতা নাগ
দ্বিতীয় বর্ষ, শিলিগুড়ি কলেজ

রীতা থোকদার
বি এ পার্ট থ্রি, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়

দেবাশিস দেবনাথ, দ্বিতীয় বর্ষ, রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি ডিডিই

টিনএজদের জন্য স্পেশ্যাল পেজ। প্রকাশিত হয় মাসের প্রথম ও তৃতীয় মঙ্গলবার। জীবনের নানান সমস্যা, প্রথম প্রেম, প্রভৃতি অবশ্যই তোমার নাম-সহ ক্লাস/ইয়ার, স্কুল-কলেজ ও জেলার নাম, যোগাযোগের নম্বর উল্লেখ করে পাঠাও—**ক্লাস2ক্যান্টিন, ১৪এ, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬, ফেসবুক পেজ** www.facebook.com/classtwo canteen **হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর** ৮৬২০৮৫৪২৬২। বিশদ তথ্য না পাঠালে লেখা বা গ্রুফি প্রকাশ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।